অর্থ বিভাগের সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম

সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিবেশের উন্নয়ন সাধনে সংস্কার ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য অর্থ বিভাগ সংস্কার ও উদ্ভাবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। নিম্নে অর্থ বিভাগের বিভিন্ন সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম তুলে ধরা হলোঃ

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল প্রণয়ন

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রাজ্ঞ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সুশাসন বজায় রাখা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে Public Expenditure Financial Accountability Assessment-2016 এর ভিত্তিতে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল (২০১৬-২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কৌশল বাস্তবায়নে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা এ্যাকশন প্লান (পিএফএম এ্যাকশন প্লান ২০১৮-২৩) প্রস্তুত করা হয়েছে। এই এ্যাকশন প্লানের ৫টি অভিলক্ষ্য রয়েছে যার অধীনে ১৪টি সুনির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট আছে। এই এ্যাকশন প্লানটি বাস্তবায়িত হলে সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি ও আর্থিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

আইবাস++ এর আপগ্রেডেশন

দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি আইবাস++ (সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সকল সিভিল প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও রেলওয়েতে বাজেট প্রনয়ণ, বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম পুরোপরি চালু হয়েছে এবং এই ৩টি হিসাব পদ্ধতির মধ্যে কনসলিডেশন ও ইন্টিগ্রেশনের কার্যক্রম চলতি অর্থবছরে শুরু হয়েছে, যা আগামী অর্থবছরে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের অর্থ ছাড় সহজীকরণ

ইতোপূর্বে উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে অনুমোদিত সরকারি প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে, তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও চতুর্থ কিস্তির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রয়োজন হত। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত কর্তৃত্ব অনুযায়ী চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ে অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রয়োজন হবে না। উক্ত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাড় হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ সংস্কার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ছাড় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ বাজেটে অর্থ বরাদ্দের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নাম ও কোড অনুযায়ী পিএল (Personal Ledger) হিসাব খোলা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ইএফটি ইস্যুর ক্ষমতা প্রদান করা হবে। হিসাব-রক্ষণ কার্যালয় সংযুক্ত তহবিল হতে পিএল হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করবে, এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইএফটির মাধ্যমে সরাসরি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পরিশোধ করবে। এতে কোনরূপ প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যতিরেকেই প্রতি তিনমাস অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে।

জিটুপি এর সম্প্রসারণ

সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা উপকারভোগীদের অথবা মোবাইল ব্যাংক হিসেবে সরাসরি সরকারি কোষাগার হতে জিটুপি পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী, মাতৃত্ব ভাতা,শিক্ষা উপবৃত্তিসহ সকল বৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নগদ হস্তান্তর এ প্রক্রিয়ায় দ্রুত প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবছরে এ ব্যবস্থায় ১ কোটি ইএফটির মাধ্যমে ৩ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

চালান অটোমেশন

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা প্রদানে ব্যবহৃত চালানকে সম্পুর্ণরূপে অটোমেশন করা হয়েছে। এতে, ঘরে বসেই ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অনলাইনে চালান জমা দেয়া যাবে। ফলে, সরকারি সেবা প্রত্যাশীদের জন্য সেবা ফি প্রদানের প্রক্রিয়া সহজ হবে, চালানের অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত হবে, এবং তার ফলে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে ।

সুকুক (SUKUK) বন্ড ইস্যু

বাংলাদেশে প্রথাগত আর্থিক ব্যবস্থার পাশাপাশি লভ্যাংশভিত্তিক আর্থিক কার্যক্রমও প্রসার লাভ করছে এবং এ ধারার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অর্থনীতির এ বিকাশমান ধারাকে উন্নয়ন অর্থায়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে একটি শরিয়াহ্সম্মত বিনিয়োগ ইন্সট্রুমেন্ট বা সুকুক প্রবর্তন করা হয়েছে। সুকুক ইন্ট্রুমেন্ট চালু করার ফলে শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সরকারি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারী বন্ড ও বিলসমূহ প্রচলিত ধারায় সুদ ভিত্তিক হওয়ায় ইসলামী ব্যাংসমূহ এ বন্ড/ বিল ক্রয় করতে পারে না। সুকুক ইস্যুর লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক গাইডলাইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে গত ২২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে সুকুক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সুকুক ইস্যুর জন্য স্পেশাল পারপাস ভেহিকল বা এসপিভি হিসেবে এবং সুকুক বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এসপিভি ও ট্রাস্টি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃথক দুটি অংশ স্বাধীনভাবে কাজ করছে।এ উদ্যোগ একদিকে দেশে শরীয়াহভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার সুযোগ যেমন বৃদ্ধি করবে, একইসাথে বন্ড মার্কেটের গভীরতা এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে যা দেশের আর্থিক খাতের উন্নতিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।